প্রশ্ন – উত্তরে NPR – NRC - CAA

NPR কি ?

NPR – NRC কবে এল ?

CAA কি উপকারে লাগবে ?

NRC থেকে নাম বাদ পড়বে কেন ?

NRC আর CAA –র ফলে দেশটা কি বদলে যাবে ?

আসামে NRC থেকে নাম বাদ যাওয়া ১৯ লক্ষ মানুষ কারা ?

CAA-র মাধ্যমে আবেদন করলেই হিন্দুরা নাগরিক হয়ে যাবে কি ?

"শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে - মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

১. NRC কি ?

➔ NRC হল ভারতের নাগরিকদের নাম নথিভুক্ত করবার খাতা, যার মধ্যে দেশে বা বিদেশে যেকোন জায়গায় বসবাসকারী 'ভারতীয় নাগরিক'দের সমস্ত তথ্য ও বিবরণ লেখা থাকে। ন্যাশনাল NRC-র মধ্যে রাজ্য NRC, জেলা NRC, উপ-জেলা NRC এবং স্থানীয় NRC এই ভাগগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।[1]

২. NPR কি ?

➔ NPR হল ভারতে বসবাসকারী সকল 'মানুষদের' (নাগরিক – অনাগরিক সবার) নাম নথিভুক্ত করবার খাতা, যার মধ্যে কোন গ্রাম বা শহর বা কোন অঞ্চলে বসবাসকারী সকল মানুষের যাবতীয় বিবরণ ও তথ্য লেখা থাকে।[2]

৩. NRC ও NPR কি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ?

➔ হ্যাঁ, এদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। **আগে NPR তৈরী করা হয় এবং তারপরে সেখান থেকে তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই করে NRC তৈরী হয়।**

৪. একটু বিশদে বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।

➔ NRC-র মধ্যে যে তথ্যগুলো থাকবেই সেগুলো হল- (i) নাম, (ii) বাবার নাম, (iii) মায়ের নাম, (iv) লিঙ্গ, (v) জন্মের তারিখ, (vi) জন্মের স্থান, (vii) ঠিকানা (বর্তমান এবং স্থায়ী), (viii) বিয়ে হয়েছে কিনা (হলে যার সাথে হয়েছে তার নাম), (ix) দেখা যায় এরকম কোন শারীরিক চিহ্ন, (x) নাগরিক হিসেবে নাম নথিভুক্ত হবার তারিখ, (xi) নাগরিক হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের নম্বর, এবং (xii) জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর। (এটা ২০০৩ সালে ঠিক করা নিয়ম। এখন NRC হলে তার মধ্যে বায়োমেট্রিক তথ্যও থাকবে)।[3]
এই তথ্যগুলো জোগাড় করা এবং NRC তৈরী করবার উদ্দ্যেশে কেন্দ্র সরকার NPR তৈরী করবার নির্দেশ দেয়।[4]
প্রতিটি পরিবারের প্রধানকে তখন তার ও তার পরিবারের বাকি সকলের যাবতীয় তথ্য NPR-এ গিয়ে জানাতে হয়।[5]
NPR-এ দেওয়া তথ্যগুলো পরীক্ষা করবার পর একজনের নাম NRC-তে তোলা হয়।
এই পরীক্ষা করবার প্রক্রিয়ায় যাদের নথি মিলবে না তাদেরকে 'সন্দেহজনক' (doubtful) নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তাদের জন্য আলাদা করে তদন্ত করা হবে।[6]

৫. NRC, NPR এগুলো কবে এলো ?

➔ ২০০৩ সালে বাজপেয়ীর বিজেপি সরকার ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে একটি সংশোধনী নিয়ে আসে। সেই সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটিতে - 14. A নামে একটি নতুন ধারা যোগ করা হয়। ঐ ধারায় সারা ভারতে NRC করবার কথা লেখা আছে। এর আগে এরকম কোন নিয়ম ছিল না। ঐ ধারার উপর ভিত্তি করে The Citizenship (Registration of Citizens And Issues of National Identity Card) Rules, 2003 তৈরী হয়। এই রুলস-এ NRC, NPR এসব নিয়ে বিশদে বলা আছে।
(এখানে আরো একটা কথা বলে রাখা যাক যে, আইন পাশ করাতে গেলে সংসদের মাধ্যমে করাতে হয়। কিন্তু আইনের মাধ্যমে নিয়ম বানাতে গেলে সরকার সেটা নিজেই বানাতে পারে, সেগুলোর জন্য পার্লামেণ্টের অনুমতি লাগে না এবং ঐসব নিয়ম নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রায় কোনদিনই কোন আলোচনা হয় না।)

৬. CAB কি? CAA কি?

➔ দুটো একই জিনিস। আইন তৈরীর জন্য কোন প্রস্তাবকে বিল বলে। সেই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলে সেটাকে অ্যাক্ট বলে। Citizenship Amendment Bill (CAB) ২০১৬ সালেও প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু তখন সেটা রাজ্যসভায় পাশ করানো যায়নি এবং এটাকে ভালো করে পর্যালোচনা

করবার জন্য তখন Joint Parliamentary Committee (JPC) বলে একটা কমিটিও বসানো হয়েছিল। সেই কমিটি ২০১৯-এর জানুয়ারী মাসে একটা রিপোর্টও পেশ করে। (সেই রিপোর্টে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও আছে। পরে আমরা সেই প্রসঙ্গে আসব)। ২০১৯-এ এই বিলটা আবার পার্লামেন্টে তোলা হয় এবং পাশ করানো হয়। তাই বিল থেকে সেটা অ্যাক্ট হয়ে যায়। CAB থেকে CAA। এইবারে এই বিলটা পর্যালোচনা করবার জন্য কোন কমিটিও বসানো হয়নি।

৭. CAA তে কি বলা আছে ?

➔ এতে বলা আছে **বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ও আফগানিস্তান থেকে** ৩১/১২/২০১৪ তারিখের মধ্যে **যেসকল হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সী ও খ্রীস্টান ধর্মের মানুষেরা** 'ধর্মীয় নির্যাতন' বা 'ধর্মীয় নির্যাতনের ভয়ে' ভারতে চলে এসেছেন তাদেরকে আর 'অবৈধ' বা 'বেআইনি' বলে ঘোষণা করা হবে না। **যদি তারা পাঁচ বছর ভারতে থাকেন** এবং **সংবিধান আইনের তৃতীয় সিডিউলের দ্বারা যোগ্য হন** তাহলে ভারত সরকার তাদেরকে 'ন্যাচরালাইজেশন' শর্তের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারে।[7] (আমাদের দেশে চার রকম ভাবে নাগরিকত্ব পাওয়া যায়। যথা – জন্মের দ্বারা, উত্তরাধিকার দ্বারা, রেজিস্ট্রেশন দ্বারা ও ন্যাচরালাইজেশন দ্বারা)।

৮. কিন্তু সরকার যে বলছে NRC নিয়ে তারা কিছুই ভাবেনি, এখন NRC হবে না ? এবং সরকার তো এটাও বলছে যে CAA-র সঙ্গে NRC-র কোন সম্বন্ধ নেই!

➔ প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল সরকার মিথ্যা বলছে। ৪ নম্বর উত্তরে আগেই বলা হয়েছে **NRC করবার উদ্দ্যেশে কেন্দ্র সরকার NPR তৈরী করবার নির্দেশ দেয়।** ইতিমধ্যেই কেন্দ্র সরকার NPR করবার জন্য ৩১ শে জুলাই, ২০১৯ তারিখে একটি এক্সট্রা অর্ডিনারী গ্যাজেট নোটিফিকেশন জারি করে বলেছে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে গোটা দেশে (আসাম বাদে) NPR করা হবে। সদ্য যে ২০২০ সালের NPR ম্যানুয়াল বেরিয়েছে তাতেও একই কথা লেখা আছে।[8] **আইন অনুসারে এই NPR-ই হল NRC-র প্রথম ধাপ। অতএব যখন NPR শুরু হল তখন NRC-ও শুরু হয়ে গেল।** আর সবচেয়ে বড় প্রমাণ তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে। তিনি নিজে খোদ সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন "মানকে চলিয়ে দেশ মে NRC আনেওয়ালা হে"[9] যার মানে "ধরে নিন দেশে NRC আসতে চলেছে"। অর্থাৎ প্রথম ধাপ (NPR) তো শুরু হয়েই গেছে এর পরেরটা NRC।
দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর হল সরকার মিথ্যা কথা বলছে। এর আগে সরকার এবং সরকারের হত্তাকত্তা মন্ত্রীরা সবাই এই দুটো জিনিস সম্পর্কিত করে বক্তব্য রেখেছে। আর তাছাড়া একথা তো সবাই জানে যে পশ্চিমবঙ্গে আরএসএস আর বিজেপির নেতারা ঘরে ঘরে বলে বেড়াচ্ছে যে "চিন্তা কোরো না, NRC-তে নাম বাদ পড়লে CAA দিয়ে ঢুকিয়ে নেব।" {এইটা ইন্টারনেটে লিখে পড়ুন ও ভিডিওগুলো দেখুন – Who is linking Citizenship Act to NRC? Here are five times Amit Shah did so (https://scroll.in/article/947436/who-is-linking-citizenship-act-to-nrc-here-are-five-times-amit-shah-did-so) }

৯. NRC থেকে নাম বাদ পড়বে কেন ?

➔ এই কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। NRC-র মানে আমরা আগেই বলেছি যে এটা হল দেশের নাগরিকদের নাম এবং অন্যান্য আরো তথ্যের খাতা। ২০০৩-এর নিয়ম বলছে আগে NPR হবে, তাতে চার নম্বর উত্তরে উল্লিখিত বারোটি তথ্য সমেত, সরকার যেমন বলবে সেরকম অন্যান্য তথ্যগুলো দিতে হবে। তারপর NRC প্রক্রিয়ায় সেগুলো পরীক্ষা করে একজনের নাম NRC-র খাতায় উঠবে। (অর্থাৎ NPR-> যাচাই (ভেরিফিকেশন)> NRC) ।
*(NPR-এর নতুন হাল হকিকত জানতে শেষে দেওয়া মন্তব্য ১ পড়ুন)
কিন্তু কথা হচ্ছে গোটা ভারতে এর আগে কোনদিন NRC হয়নি। তাই NRC তে নাম ঢোকানোর জন্যে প্রয়োজনীয় শেষ তিনটে তথ্য (নাগরিক হিসেবে

নাম নথিভুক্ত হবার তারিখ, নাগরিক হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের নম্বর, এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর) কারোর কাছেই নেই। NRC-র খাতায় নাগরিকত্বের প্রধান প্রমাণ এগুলোই। আর এই শেষ তিনটে তথ্য বাদ দিলে বাকি নয়টা তথ্যের প্রায় সবকটাই আধার কার্ডে থাকে (ভোটার কার্ডেও অনেকগুলো তথ্য থাকে)। **কিন্তু সরকার স্পষ্ট করে বহুবার বলেছে যে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড কোনটাই একজনের নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়।** বরং সে নাগরিক তাই তার কাছে আধার কার্ড আছে। তাই তাকে আগে প্রমাণ করতে হবে যে সে ভারতের নাগরিক।

অনেক নেতা নেত্রী বলে বেড়াচ্ছেন যে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড মারফত NPR-এই তো ন্যাশনালিটি বলে দেওয়া হবে। তাহলে আর NRC তে নাম বাদ পড়বে কি করে? এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ২০২০ সালের নতুন NPR ম্যানুয়ালে সরকার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে NPR-এ ন্যাশনালিটি ভারতীয় বললেই একজন ভারতীয় নাগরিক নয়। NPR-এ একজন যে ন্যাশনালিটি দাবী করবে সেটাই লেখা হবে। কিন্তু তার ফলে সে ভারতীয় নাগরিক হয়ে যাবে না। বা তার ফলে সে ভারতের নাগরিকের কোন অধিকার পাবে না।[10]

অর্থাৎ NPR সত্ত্বেও NRC –তে নাম ওঠাতে গেলে একজনকে আলাদা করে প্রমাণ করতে হবে যে সে ভারতীয় নাগরিক। সেই প্রমাণ করা বা তার নাগরিকত্ব পরীক্ষা করা এসবের জন্য যেসব আনুষঙ্গিক তথ্য লাগবে সেগুলো জোগাড় করবার উদ্দ্যেশ্যে NPR করা হচ্ছে।

১০. একজন কিভাবে প্রমাণ করবে যে সে ভারতীয় নাগরিক?

➔ এই বিষয়টা বেশ জটিল। আমাদের সংবিধানের ৫ নম্বর থেকে ৮ নম্বর ধারা পর্যন্ত কারা ভারতের নাগরিক সে বিষয়ে বলা আছে। এর মধ্যে ৫ ও ৬ নম্বর ধারা দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৫.এ এবং ৫.বি ধারা অনুযায়ী যথাক্রমে -যারা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাদের জন্ম ভারতে হয়ে থাকলে অথবা -তাদের বাবা মায়ের মধ্যে একজন ভারতে জন্মে থাকলে তারা ভারতের নাগরিক । ৫.সি ধারা অনুযায়ী যারা সংবিধান গ্রহণের আগে অন্ততপক্ষে ৫ বছর ভারতে বসবাস করেছেন তারাও ভারতের নাগরিক। ৬ নম্বর ধারায় বলা আছে কোন ব্যক্তি যদি পাকিস্তানভুক্ত এলাকা (বর্তমানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান) থেকে ১৯শে জুলাই ১৯৪৮ এর মধ্যে ভারতে আসেন এবং তিনি অথবা তার বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমার মধ্যে কেউ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে তিনি ভারতীয় নাগরিক। এবং ৬.সি ধারা অনুযায়ী তিনি যদি ১৯শে জুলাই ১৯৪৮ এর পরে ভারতে আসেন এবং সংবিধান গ্রহণ করবার আগে আবেদন জানিয়ে ভারত সরকারের নিয়ম মেনে নাগরিকত্ব পান তাহলে তিনিও ভারতের নাগরিক। (সংবিধান গ্রহণের পর যারা ভারতে আসবেন স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের নাগরিকত্ব আইন মেনে তাদেরকে নাগরিকত্ব পেতে হবে)।

আমাদের সংবিধান গ্রহণ করা হয় ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী এবং নাগরিকত্ব আইন তৈরী হয় ১৯৫৫ সালে। অতএব সংবিধান অনুযায়ী এবং ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী যারা ১৯৫০ সালের ২৬-শে জানুয়ারী থেকে ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে তারা ভারতের নাগরিক ।

এরপর কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৬ সালে আইনটি সংশোধন করেন। এতে বলা হয়, ভারতে জন্ম নিলেই হবে না। তার পাশাপাশি বাবা-মায়ের মধ্যে একজনকে বৈধ ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। এই আইনটি ১৯৮৭ সালের ১-লা জুলাই থেকে কার্যকরী।

এরপর ২০০৩ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর বিজেপি সরকার পুনরায় নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ কে সংশোধন করে বলেন – ভারতে জন্ম নিলে এবং বাবা মায়ের মধ্যে একজন বৈধ ভারতীয় নাগরিক হলেই হবে না – তারসাথে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে বাবা-মায়ের মধ্যে একজনও কেউ অবৈধ নাগরিক নয়।

এই পুরো বিষয়টার যেটা মানে দাঁড়ায় সেটা লেখা আছে নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-র তিন নম্বর ধারায়, সেটা হল – ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ১৯৮৭ সালের ১-লা জুলাই পর্যন্ত যারা ভারতে জন্মেছে তারা ভারতের নাগরিক। ১৯৮৭ সালের ১-লা জুলাই থেকে ২০০৪ সালের ৩-রা

ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ভারতে জন্মেছে এবং যাদের বাবা-মায়ের মধ্যে একজন বৈধ ভারতীয় নাগরিক, তারা ভারতীয় নাগরিক। এবং ২০০৪ সালের ৩-রা ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত যারা ভারতে জন্মেছে, যাদের বাবা-মায়ের মধ্যে একজন বৈধ ভারতীয় নাগরিক এবং অপর একজন অবৈধ নাগরিক নয় তারা ভারতীয় নাগরিক।[11]

১১. এটা তো দারুণ গোলমেলে ব্যাপার !

➔ হ্যাঁ, এটা বেশ জটিল ব্যাপার। এবং এর আগে যেহেতু সরকার কখনো NRC করবার এই আজব কারবার শুরু করেনি সেই কারণে কারোর কাছেই এইসব নাগরিকত্বের প্রমাণ নেই। এখন যদি এটা প্রমাণ করতে হয় তাহলে, উদাহরণের জন্য বলছি, **যে ১৯৮৭ থেকে ২০০৩ এর মধ্যে জন্মেছে তাঁকে শুধু নিজের জন্য ভারতে জন্মের প্রমাণ দেখালেই হবে না, তার সঙ্গে এটাও দেখাতে হবে যে তার বাবা-মায়ের মধ্যে একজন বৈধ ভারতীয় নাগরিক।২০০৩-এর পরে জন্ম হলে তার সঙ্গে আরো দেখাতে হবে যে বাবা-মায়ের কেউ অবৈধ নাগরিক নয়।**
সহজ কথায়, সন্তানকে নিজের নাগরিকত্ব তো প্রমাণ করতে হবেই তার সঙ্গে বাবা-মায়ের নাগরিকত্ব-ও প্রমাণ করতে হবে।

১২. প্রমাণের জন্য কি দেখাতে হবে ?

➔ প্রমাণের জন্য কি কি দেখাতে হবে সেসব কথা সরকার এখনো বলেনি। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্র সরকার ১৬০০ কোটি টাকা খরচা করে আসামে NRC করেছে। আসামের NRC-র প্রেক্ষাপট যদিও আলাদা, কিন্তু নাগরিকত্ব প্রমাণ করবার জন্য যেসব ডকুমেণ্ট প্রয়োজন সরকার অনেক খাটাখাটনি করে ওখানে তার একটা মডেল বানিয়েছিল। গোটা দেশে NRC-র মডেল যদিও এটার থেকে একটু আলাদা হবে, কিন্তু সেটা কিরকম হবে আসামের মডেল দেখে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

আসামের মডেলে বলা হয়েছিল একজনের নাম NRC-তে ওঠাতে গেলে দুটি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দেখাতে হবে। এই দুটি ডকুমেন্টের জন্য দুটি আলাদা তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল। (ক) প্রথম ডকুমেন্টটি হতে হবে ১ নম্বর তালিকায় দেওয়া চোদ্দোটি ডকুমেন্টের কোনো একটা। যেটা হতে হবে ১৯৭১ সালের ২৪শে মার্চের আগের। (আসামে আসামীয় জাতিসত্তার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আসামের আন্দোলনকারীদের একটি চুক্তি হিয়। এটি আসাম চুক্তি বা আসাম অ্যাকর্ড নামে পরিচিত। এতে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৪ শে মার্চের মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যারা আসামে এসেছেন তারা ভারতের নাগরিক। কিন্তু এরপরে যারা এসেছেন বা আসবেন তারা নয়। সেই চুক্তির প্রেক্ষেপটেই এই তারিখটা ধরা হয়)। (১৯৭১ এর আগে আসামে নিজের বসবাসের প্রমাণ দেখাতে) এই চোদ্দোটি ডকুমেন্টের মধ্যে কোন একটি থেকে একজনকে নিজের অথবা নিজের পূর্বপুরুষের নাম দেখাতে হবে। এই এক নম্বর তালিকায় (বা List A) দেওয়া চোদ্দোটি ডকুমেন্ট হল –

- ১৯৫১-র NRC
- ২৪শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত ভোটার তালিকা
- জমি বা বর্গাদারির (টেনান্সি) সার্টিফিকেট
- নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট
- স্থায়ী ঠিকানার সার্টিফিকেট
- রিফিউজি হিসেবে নথিভুক্ত হবার সার্টিফিকেট
- পাসপোর্ট
- এলআইসি
- সরকারের দেওয়া লাইসেন্স বা কোন সার্টিফিকেট
- সরকারী কর্মচারীর সার্টিফিকেট
- ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের আকাউণ্ট
- জন্মের সার্টিফিকেট
- বোর্ড বা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট
- আদালতের নথি (এগুলো সবকটাই হতে হবে ২৪ শে মার্চ, ১৯৭১ এর আগের)

এই চোদ্দোটি ছাড়া আরো দুটি ডকুমেন্ট কেউ দেখাতে পারে। যথা (i) বিয়ের পর মেয়েদের ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত বা সার্কেল অফিসারের দেওয়া প্রমাণপত্র। এবং (ii) ২৪শে মার্চ ১৯৭১-এর আগের র‍্যাশন কার্ড। কিন্তু কারোর দেওয়া এই দুটি ডকুমেন্ট তখনই গ্রাহ্য করা হবে যদি উপরের চোদ্দোটি ডকুমেন্টের মধ্যে নাম থাকা কোন ব্যক্তি তার হয়ে সাক্ষ্য দেন।

(খ) যদি ঐ প্রথম তালিকায় কারোর নিজের নাম না থেকে পূর্বপুরুষের (পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রমিতামহী ইত্যাদি) নাম থেকে থাকে তাহলে একজনকে দু নম্বর তালিকা (বা List B) থেকে এমন কোন ডকুমেণ্ট দেখাতে হবে যেখানে তার ও তার পূর্বপুরুষের সম্পর্ক প্রমাণ করা যাচ্ছে (ঐ পূর্বপুরুষের নাম কিন্তু ১ নম্বর তালিকার কোন একটা ডকুমেন্টে থাকতে হবে)। এই ডকুমেণ্টটিকে আইনত ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এঈ ২ নম্বর তালিকার আটটি ডকুমেন্ট হল যথাক্রমে-

- জন্মের সার্টিফিকেট
- জমির দলিল
- বোর্ড বা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট
- ব্যাঙ্ক বা এলআইসি বা পোস্ট অফিসের নথি
- বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে সার্কেল বা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সার্টিফিকেট (বিয়ের পর ঠিকানা বদল হয় সেজন্য)
- ভোটার তালিকা
- র‍্যাশন কার্ড
- অন্যান্য আইনত গ্রাহ্য নথি।[12] (http://www.nrcassam.nic.in/admin-documents.html)

এখন ১৯৫১ সালের এরকম ডিটেলড NRC কেবলমাত্র আসামেই হয়েছিল। তাই ওটার কোন প্রশ্নই ওঠে না। নতুন NRC-তে নাগরিকত্ব প্রমাণ করবার জন্য ভোটার লিস্টের ব্যাপারটাও না থাকারই কথা, কারণ আরএসএস-বিজেপির প্রধান অভিযোগ তো এটাই যে সিপিআইএম বা টিএমসি এঁরা সবাই বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে, ভোটার লিস্টে তাদের নাম ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রেখেছে। তাহলে সেটাকে প্রমাণ হিসেবে রাখলে অনুপ্রবেশকারীরাও নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। অতএব সেটা হবে না। আর তাছাড়া সরকার তো আগেই বলে দিয়েছে ভোটার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। একজন নাগরিক হলে তবে সে ভোটার কার্ড পায়। সে যদি নিজেকে নাগরিক প্রমাণ করতে না পারে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে সে জালিয়াতি করে ঐ ভোটার কার্ড পেয়েছে।[13]

এত কিছু সত্ত্বেও পুরনো ভোটার লিস্টে (সেটা হলে ওরকম ১৯৭১ এর মত বহু বছর আগের ভোটার লিস্ট রাখা হবে।যাতে অনুপ্রবেশকারীদের এড়ানো যায়) যদি পূর্বপুরুষের নাম দেখিয়ে কেউ বলে যে উনি আমার বাবা বা ঠাকুমা তখন ২ নম্বর তালিকা (বা List B) জাতীয় অন্য কোন ডকুমেণ্ট দেখাতে হবে যেখানে পূর্বপুরুষ ও সন্তানের নাম একসঙ্গে আছে এবং তাদের সম্বন্ধ প্রমাণ করা যাচ্ছে।

এইসব করে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে। তারপর বাবা মায়ের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে।

১৩। কিন্তু সরকার যদি আরো সহজ কিছু করে দেয় ?

➔ সহজ আর কি করবে? শুধু বার্থ সার্টিফিকেট আর ঠিকানা দেখবে? তাহলে তো সবাই যারা অনুপ্রবেশকারী তারাও জাল করে ঐসব নথি দেখিয়ে ভারতের নাগরিক হয়ে যেতে পারবে। ঐসব সম্ভাবনা আরো বাড়বে। সুরক্ষার কথা বলে যারা NRC করতে চাইছে তারা কি ঐ কাজ করবে? আর তাছাড়া দেশে তো নাগরিকত্বের একটা আইন আছে। যেটা প্রচন্ড শক্ত এবং আঁটোসাঁটো আইন। সরকার তো চাইলেও সেই আইন ডিঙিয়ে, নিয়মের বাইরে বেরিয়ে কিছু করতে পারবে না।

তাই যত দিকই দেখো না কেন **ঐ জমির দলিল, বাপ-ঠাকুর্দার স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ, পাশবই, ব্যাঙ্কের বই, কলেজের সার্টিফিকেট এইসব জিনিস ছাড়া নিয়ম মেনে, আইন মেনে নাগরিকত্ব পাওয়া প্রায় অসম্ভব।**

১৪. কিন্তু এসব জিনিস তো বেশিরভাগ মানুষই তো এইসব দেখাতে পারবে না ! অর্ধেক লোকের কাছেই তো জমি নেই !

➔ ঠিক। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বেশিরভাগ মানুষেরই সাংঘাতিক সমস্যা হবে। **সবচেয়ে বেশি সমস্যা হবে গরীব মানুষের। নীচু জাতের মানুষের, আদিবাসীদের এবং মহিলাদের। এদেশে প্রচুর মানুষই তো জমিহীন। তার উপর আমাদের দেশের ২৫ শতাংশের বেশি মানুষ নিরক্ষর।** যুবক-যুবতীদের মধ্যে ৬ শতাংশেরও কম ছেলেমেয়ে এদেশের কলেজের চৌকাঠে পা দেয়। আদিবাসীরা তো এখন কত জায়গায় সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা চালু করেনি। এখনো সবই সমাজের সম্পত্তি। এদের কারো কাছে দলিল, নথি এসব কোন ধারণাই নেই। যেখানে যেখানে আছে সেগুলোও মাত্র গত ২০-২৫ বছরের ঘটনা। যথেষ্ট নয়। আর তাছাড়া যেদেশে জিরো ব্যালান্সে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দিলেও মানুষে অ্যাকাউন্ট খোলে না সেদেশে ব্যাঙ্কের বই মানুষ কোথায় পাবে ?
১৯৮৭ সালের আগে যাদের জন্ম তাদেরকে যদিও নিজের বাবা মায়ের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে না, কিন্তু নিজের জন্য প্রমাণ করতে হবে যে সে ভারতেই জন্মেছে। ১৯৮৭ সালের ঐ সময়ে কোন গরীব মানুষ বার্থ সার্টিফিকেট নিতো? গ্রামের বড়লোকদের কাছেও তো এসব পাওয়া যাবে না!
সাংঘাতিক সমস্যা হবে মেয়েদের। আমাদের সমাজে তো **মেয়েদের তো বিয়ের পর বাড়ি বদল হয়ে যায়। ঠিকানা বদলে যায়। তারা কি করে প্রমাণ করবে? প্রৌঢ়,বৃদ্ধা মহিলারা কি করে প্রমাণ করবে?** বিয়ের পরে এই ঠিকানা বদলের জন্য আসামে মেয়েদের কাছে গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়া সার্টিফিকেট চেয়েছিল। বয়স্ক মহিলাদের কথা তো আসেই না, সহজ বুদ্ধিতে ভাবলে সবাই জানে যে, আজও কেউ এরকম সার্টিফিকেট নেয় না। এদের সকলের সমস্যা হবে। অগুনতি মানুষের সাংঘাতিক সমস্যা হবে। এবং প্রমাণ না দেখাতে পারলে তাদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে না। তাদের নাম NRC-র খাতায় উঠবে না।

১৫. NRC-র খাতায় নাম না উঠলে কি হবে ?

➔ **NRC-র খাতায় নাম উঠল না মানে একজন ভারতীয় নাগরিক নয়।** হিন্দু-মুসলিম যেই হোক না কেন সে ভারতীয় নয়। **এই অবস্থায় তার কাছে তার যা কিছু অধিকার ছিল – তার জমি, তার বাড়ি, তার চাকরি, তার ভোটার কার্ড, তার আধার কার্ড, র্যাশন কার্ড সবকিছু বাতিল হয়ে যাবে।** কোন অধিকারই তখন তার আর থাকবে না।
সেই অবস্থায় তাকে **ফরেনার্স ট্রাইবুনালে আবেদন করতে হবে। (**এটা হল আধা-আদালত। এই ট্রাইব্যুনালের মেম্বারদের আইনি কোন প্রশিক্ষণ জরুরী নয়। আসামে অনেক জায়গায় সরকারী আমলারা এই বিচারকের কাজ করেছে। ফরেনার্স ট্রাইবুনালে শুনানিও খোলাখুলি, সবার সামনে হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোন আইনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাব্লিক প্রসিকিউটর থাকে না, যা বিচারের জন্য অত্যন্ত জরুরী।[14] **যারা আবেদন করবে না তাদের নিয়ে যাওয়া হবে সরকারি বন্দী শিবির বা ডিটেনশন ক্যাম্পে।)** সেখানে তার বিচার হবে। সেই বিচারেও, যার নাম NRC থেকে বাদ পড়েছে তাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে সে বিদেশী নয়, সে ভারতীয় নাগরিক। বিচারের পর ট্রাইবুনাল সিদ্ধান্ত নেবে যে সে নাগরিক কি নাগরিক নয়। যদি ট্রাইবুনাল অনুমতি দেয় তবে তার নাম NRC-র লিস্টে ঢুকবে। আর যদি না দেয় তখন তাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে।(ডিটেনশন ক্যাম্প কি জিনিস, হিটলার এই ক্যাম্পে কতজনকে মেরেছিল, আসামে ডিটেনশন ক্যাম্পের কি খবর, কি অবস্থা এসব ইন্টারনেটেই পেয়ে যাবেন)।

১৬. আসামে কতজনের নাম NRC থেকে বাদ পড়েছে?

➔ **আসামে ১৯ লক্ষেরও বেশি মানুষের নাম NRC-র লিস্ট থেকে বাদ পড়েছে।** এদের এখন ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই মানুষদের মধ্যে কিছুজনের কথা খবরের কাগজে এসেছে। সেখান থেকে ব্যাপারটার ভয়াবহতা সম্পর্কে বোঝা যায়। যেমন আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল দিনমজুর সরোজিনী হাজংয়ের কথা। তিনি মজুরির খোঁজে ডিটেনশন ক্যাম্প বানাবার কাজ করছিলেন। এদিকে তার নিজের নামই NRC-তে নেই। মানে তাকেও যেতে হবে ওই ডিটেনশন ক্যাম্পেই। তিনি নিজের জেল নিজেই বানাচ্ছিলেন। খবরের কাগজে আরো বেরিয়েছিল ডিটেনশন ক্যাম্পে মারা যাওয়া দুলাল দাস ও ফালু পালের কথা। তাদের মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের লোকেরা বলেছিল ঐ মৃতদেহ তারা নেবে না। দুলাল দাস, ফালু পালেরা যদি বাংলাদেশ থেকে এসে থাকে তাহলে সরকার যেন তাদের দেহ বাংলাদেশেই পাঠিয়ে দেয়।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারত সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ১৯০১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আসামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সারা ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির থেকে বেশি। অর্থাৎ ধরা যায় এই সময় আসামে অনেক অনুপ্রবেশ হয়েছে। কিন্তু ১৯৮৫ সালের আসাম চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৪ শে মার্চ পর্যন্ত যারা আসামে এসেছেন তারা সবাই ভারতের নাগরিক। তাই ১৯৭১ পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারীদের নাম (এইসময়ে জনসংখ্যা যতই বেড়ে থাক না কেন) NRC লিস্টে ঢুকে যাবার কথা।

অন্যদিকে ভারত সরকারের ঐ একই তথ্য থেকে যায়, ১৯৭১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত আসামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সারা ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির থেকে কম। এমনকি গোটা উত্তর পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে সবথেকে কম। অর্থাৎ একইভাবে ধরা যায় এইসময় আসামে অনুপ্রবেশ প্রায় হয়ইনি।[15] (আসামে আন্দোলন এত তীব্র হয়েছিল যে এই অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছিল। ইন্টারনেটে একটু ঘাঁটলেই ঐসময়ের আন্দোলনের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা নিয়ে আন্দাজ পাওয়া যাবে। এবং বোঝা যাবে যে ঐ আন্দোলনের পর অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক)।

তাহলে এই ১৯ লক্ষ মানুষ কারা ? নিঃসন্দেহে এরা সেই মানুষেরা যারা দলিল, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট এসব প্রমাণ, এসব ডকুমেন্ট দিতে পারেননি। অতএব ডকুমেণ্টের অভাবের কারণেই NRC থেকে বাদ যাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।[16] (http://www.rightsrisks.org/by-country/foreigners-in-assam-a-blast-from-the-past/)

১৭. কিন্তু বিজেপি – আরএসএসের নেতারা যে বলে বেড়াচ্ছে যেসব হিন্দুদের নাম বাদ পড়বে তাদের CAA দিয়ে ঢুকিয়ে নেওয়া হবে?

➔ তাহলে তো যে কাউকে হিন্দু সাজিয়ে দিলেই হয়ে যাবে! শুধু মুখের কথা দিয়ে হবে না। যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে বিষয়টাকে বিচার করতে হবে।

সবার আগে বুঝতে হবে সরকার নিজেই বলেছে ২০১৯ সালের আইনটা ২০১৬ সালের CAA-র উপরেই ভিত্তি করেই বানানো।[17] যে কেউ এই দুটো আইন পড়লেই বুঝবেন যে তেমন কোন পার্থক্য এদের মধ্যে নেই। অতএব ২০১৬ সালের CAB-এর উপরে যে জয়েন্ট পার্লামেণ্টারি কমিটি (JPC) বসেছিল সেই কমিটি ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে যে ৪৩৮ পাতার রিপোর্ট জমা দিয়েছে সেই রিপোর্টে দেওয়া প্রশ্নোত্তর ও যুক্তিগুলো CAA, ২০১৯- এর উপরেও প্রযোজ্য। এখন দেখা যাক সেই রিপোর্টে কি বলা আছে। (এটা পড়ার আগে ৬ ও ৭ নম্বর উত্তরে দেওয়া CAA কি সেটা একবার পড়ে নিতে পারেন)।

কমিটি জিজ্ঞাসা করে যে, যারা বলছে বা বলবে যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বা আফগানিস্তান থেকে তারা 'ধর্মীয় নির্যাতন' বা 'ধর্মীয় নির্যাতনের ভয়ে' ভারতে চলে এসেছে এবং এখন ভারতের নাগরিকত্ব চায়, তাদের বক্তব্যের সত্যতা কিভাবে বিচার করা হবে? এর উত্তরে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (IB) জানায় যে, যারা বহুবছর (কয়েক দশক) আগে, বিশেষত দেশভাগের পরে ভারতে চলে এসেছে তাদের অনেকের কাছেই নথি নেই তাই তাদের

বক্তব্যের সত্যতা বিচার করা খুবই সমস্যাজনক। (এখনো পর্যন্ত 'ধর্মীয় নির্যাতন' বা 'ধর্মীয় নির্যাতনের ভয়' এই দাবীতে মাত্র ৩১,৩১৩ জন ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন করেছে। তারা বাদে বাকি সবার আবেদন নতুন আবেদন। এই নতুন বা হালের আবেদনের জন্য কি বলা হয়েছে সেটা এরপরে বলা হচ্ছে। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে আবেদন করেছে তাদের জন্যও বলা হয়েছে - লোকাল থানা, IB, এদের মারফত আরো একবার তদন্ত করে দেখা হবে যে তারা দেশের আইন অনুসারে বেআইনি কোন কাজে লিপ্ত ছিল কিনা, প্যারাগ্রাফ ২.২১, পৃষ্ঠা নং- ৪০, REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016)

কিন্তু যারা ইদানীংকালে বা হালে এই দাবী করে ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন করেছে তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে, যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করে তবেই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। IB আরো বলেছে যে এই উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক একটি স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (SOP) তৈরী করছে, যাতে কোন আবেদনকারীর বক্তব্যের (ধর্মীয় নির্যাতন বা তার ভয়) সত্যতা যাচাই করা হবে। ঐ বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে ডকুমেন্ট চাওয়া হবে এবং একটি বিশদ (ডিটেলড) তদন্ত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁকে পড়ীক্ষা করা হবে। এই তদন্ত হবে **ফরেনার্স রিজিওনাল রেজস্ট্রেশন অফিস** (FRRO) **অথবা ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসে** (FRO)। FRRO বা FRO**-তে আবেদনকারীর বক্তব্য যদি** (ধর্মীয় নির্যাতন বা তার ভয়, তিনটি দেশ, ছ'টি ধর্ম, ২০১৪-র মধ্যে ভারতে আসা ইত্যাদি) ডকুমেন্ট এবং তথ্য দ্বারা প্রমাণিত না হয় তাহলে তার কেসটিকে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে (যেটি আধা আদালত) পাঠানো হবে এবং ঐ ট্রাইবুনালে – ফরেনার্স (ট্রাইবুনালস) অর্ডার, ১৯৬৪ –র আওতায় তার বক্তব্য, ধর্মীয় নির্যাতনের বিষয়, তার দেশ, ভারতে আসার সময় এসব দাবীর পরীক্ষা করা হবে (প্যারাগ্রাফ ২.১৪, পৃষ্ঠা নং-৩৪, JPC রিপোর্ট)।

এরপর কমিটি জিজ্ঞাসা করে যে এখন পর্যন্ত কতজন এই বিলের মাধ্যমে নাগরিকত্বের সুবিধা পাবে? অর্থাৎ কতজন এখনো পর্যন্ত এই 'ধর্মীয় নির্যাতন' বা তার ভয়ের দাবীতে ভারতের নাগরিকত্ব চেয়েছে? এর উত্তরে IB জানায় যে এখনো পর্যন্ত মাত্র ৩১,৩১৩ জন এই মর্মে আবেদন করেছে (২৫,৪৪৭ জন হিন্দু, ৫৮০৭ জন শিখ, ৫৫ জন খ্রীষ্টান, ২ জন বৌদ্ধ এবং ২ জন পার্সী)। (প্যারাগ্রাফ ২.১৭, পৃষ্ঠা নং-৩৯, JPC রিপোর্ট)।

তারপর কমিটি জিজ্ঞাসা করে যে যারা ঐ তিনটে দেশেই 'ধর্মীয় নির্যাতন' বা তার ভয়ে এদেশে চলে এসেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারকে জানায়নি, বা ঐ মর্মে নাগরিকত্বের দাবী করেনি তাদের কি হবে? এর উত্তরে IB জানায় এই বিলের আওতায় ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য "তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে ভারতে চলে এসেছে। যদি তারা ভারতে আসার সময় সরকারকে এই কথা না জানিয়ে থাকে।" এরপর IB আরো বলেছে এই ধরণের যেকোন দাবী যদি কেউ এখন করে বা ভবিষ্যতে করে তাহলে তাদের কেসগুলো যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে, RAW (Research and Analysis Wing – **বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা) এর আওতায় তদন্ত করবার মধ্যে দিয়ে, পরীক্ষা করে তবেই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে (প্যারাগ্রাফ ২.১৮, পৃষ্ঠা নং-৩৯,** JPC রিপোর্ট)।[18]

১৮. আচ্ছা, তাহলে CAA-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে গেলে, একজনকে প্রমাণ করতে হবে যে সে ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে ভারতে এসেছে এবং তার উপরে IB, RAW **এইসব গোয়েন্দা এবং পুলিশ সবাই তদন্ত করবে?**

➔ হ্যাঁ। এমনকি মাত্র ৩১,৩১৩ জন যারা ইতিমধ্যে আবেদন করেছে অর্থাৎ যাদের দাবী পুরনো তাদের জন্যও IB বলেছে যে, আরো একবার থানা, সিকিউরিটি এজেন্সি, IB এদের মারফত তদন্ত করে দেখা হবে যে এই দেশে বসবাসকালে তারা কোন প্রকার দেশের আইনবিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিল কিনা। (প্যারা-২.২১, পৃষ্ঠা নং-৪০ , JPC রিপোর্ট)।

এরপর কমিটি যখন RAW-কে জিজ্ঞাসা করে এই পুরো বিষয়ে তাদের কি বক্তব্য, তখন RAW জানায় যে – তাদের প্রধান চিন্তা হচ্ছে দেশের শত্রুরা যেন এমন কোন আইনি সুযোগ না পেয়ে

যায় যার ফলে শত্রুদের লোকেরাও এদেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। এটাই তাদের প্রধান চিন্তা।

১৯. **তার মানে নিয়ম মেনে** CAA-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়া তো অসম্ভব?

➔ হ্যাঁ। নিয়ম মেনে CAA-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে গেলে প্রথমে এই মর্মে আবেদন করতে হবে যে একজন ধর্মীয় নির্যাতনের কারণেই ৩১/১২/২০১৪ তারিখের মধ্যে, কেবলমাত্র ঐ তিনটি দেশ থেকেই (বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান) ভারতে এসেছে এবং সে ঐ ছয়টি ধর্মের মধ্যেই (হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সী, খ্রীষ্টান) কোন একটির সম্প্রদায়ভুক্ত। তারপর FRRO **বা** FRO-**তে প্রমাণ সমেত ততাকে তার দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেখানে যদি সে প্রমাণ করতে না পারে তখন তাকে তার বক্তব্য** ফরেনার্স ট্রাইবুনালে **গিয়ে প্রমাণ করতে হবে**। এই পুরো সময়টায় RAW অর্থাৎ দেশের গোয়েন্দা ও পুলিশ সংস্থা তার উপর তদন্ত করবে।

(**এই পুরো সময়টায় কিন্তু, একজনের নাম যদি NRC থেকে বাদ যায়, তাহলে সে কোনরকম কোন অধিকার ভোগ করতে পারবে না।** তার জমি, তার বাড়ি, তার ভোটার কার্ড র্‍যাশন কার্ড, আধার কার্ড, সব সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। যদি সে নিজেকে নাগরিক প্রমাণ করতে পারে তবেই সে আবেদন করে সরকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ অধিকারগুলো আবার ফেরত পাবে)।

এই আইনটা প্রসঙ্গে সেইজন্যই ঐ পার্লামেন্টারি কমিটির এক সদস্যা বলেছেন যে, NRC-তে যে জমির দলিল, পাশপোর্ট, কলেজের সার্টিফিকেট এসব প্রমাণ দিয়ে নিজেকে ভারতের নাগরিক প্রমাণ করতে পারবে না, এই আইনের কারণে তাকে এবার FRRO **বা** FRO **বা ফরেনার্স ট্রাইবুনালে গিয়ে নিজেকে বাংলাদেশের লোক প্রমাণ করতে হবে। নিয়মমাফিক এর কোন অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়। (পৃষ্ঠা নং-১১১**, JPC রিপোর্ট)।

২০.তবুও দুনম্বরি করে বিজেপির নেতারা যদি CAA দিয়ে নাম ঢুকিয়ে দেয়?

➔ এই কথাটার মানে তুমি প্রথমেই বলছ যেসব মুসলমানের নাম NRC থেকে বাদ যাবে তাদের ঢোকানো হবেনা। এর মানে হচ্ছে আমাদের দেশের যে আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ-নজ্‌রুল-সুভাষ বসু বা ক্ষুদিরামের যে আদর্শ তাকে তুমি পায়ে পিশে দিলে।

তবু ধরা যাক বিজেপি নেতারা দুনম্বরি করে CAA দিয়ে হিন্দুদের ঢোকাবে। কিন্তু সেটা যদি হিন্দু হলেই ঢুকিয়ে দেয় তাহলে তো আফগানিস্তান থেকে ভারতবিরোধী কাউকে হিন্দু সাজিয়েও এদেশে পাঠিয়ে নাগরিক বানিয়ে দেওয়া যাবে। RAW **তো এই সম্ভাবনার কথা আগেই বলেছে**। (প্যারা-২.২২, পৃষ্ঠা নং-৪০ , JPC রিপোর্ট)।

তার মানে তখন দুটো জিনিস হবে। এক, RAW বা অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা সবার উপরে সবসময় তদন্ত চালাবে। একজন কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে কথা বলছে, এইসব কিছু নজরে রাখা হবে। সেখান থেকে গোয়েন্দারা বিজেপি-আরএসএসের নেতাদের জানাবে যে কে কে সন্দেহজনক নয়। তখন যারা সন্দেহজনক নয় তাদেরকে বিজেপি নেতারা দুনম্বরি করে অন্য দেশের নাগরিক বানিয়ে, CAA-র মাধ্যমে এদেশের নাগরিকত্ব দেবে। (কিন্তুNRC থেকে নাম বাদ গেলে, নাগরিকত্ব না পাওয়া পর্যন্ত কোন অধিকারই তার থাকবে না)।

এই পুরো কথাটার দুটো মানে। এক হল, দেশের মানুষের উপর সবসময় গোয়েন্দা এবং পুলিশের নজরদারি চলবে। এবং দুই হল, ভারতের নাগরিক হতে গেলে বিজেপি নেতাদের পেছন পেছন ঘুরতে হবে।

এছাড়া পার্টির নেতা আর দেশের পুলিশ-গোয়েন্দা দুটো একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করবে। যেটা এইরকম ভাবে কোনদিনই আমাদের দেশে ছিল না। ছিল জার্মানিতে। ছিল ইটালিতে।

২১. এর মানে তো ফ্যাসিবাদ !

➔ হ্যাঁ, এটা পরিষ্কার ফ্যাসিবাদ। প্রথমে মুসলমানদের নিশানা বানিয়ে, হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিভাজন করা হল। তারপর হিন্দুদের উপরেও পুলিশ-গোয়েন্দা আর পার্টির নেতাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হল।
**(পার্টির নেতা, পুলিশ-গোয়েন্দা এবং ট্রাইবুনাল এতটা সংলগ্ন হয়ে কাজ করবার জন্য, যারা নেতাদের কথা শোনে না, আসামে সেইসব সাধারণ মানুষদের কি দুর্ভোগ হয়েছে জানতে শেষে দেওয়া ২ নম্বর মন্তব্য পড়ুন)।

২২. তাহলে CAA,২০১৯ আইনটা তো হিন্দুদের জন্যও বিপদজনক ?

➔ হ্যাঁ। NRC-র সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এটা সাংঘাতিক ব্যাপার (যে NRC প্রক্রিয়া NPR-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে দেশে শুরু হয়ে গেছে)। আর CAA,২০১৯ –এর আইনটাতো ২০১৬ সালের আইনের উপরেই ভিত্তি করে বানানো। ২০১৬ সালের সেই আইনটা নিয়ে পার্লামেন্টের কমিটি কি বলেছে সেসব তো বললাম। কিন্তু এতকিছুর পরেও যদি কেউ CAA দিয়ে ঢুকতে চায়, তবু তাকে ছ'টা জিনিস প্রমাণ করতে হবেই। এক, সে ধর্মীয় নির্যাতন বা তার ভয়ের কারণে ভারতে এসেছে। দুই, সে ৩১/১২/২০১৪ তারিখের মধ্যে ভারতে এসেছে। তিন, সে বাংলাদেশ-পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে ভারতে এসেছে। চার, সে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পার্সী-খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে কোন একটার অন্তর্ভুক্ত। পাঁচ, সে সংবিধান আইন,১৯৫৫-র তৃতীয় শিডিউল দ্বারা যোগ্য। এবং ছয়, সে পাঁচ বছর ভারতে আছে। যারা এগুলো প্রমাণ করতে পারবে না তারা দেশের নাগরিক নয়।
আর বিজেপির নেতারা যদি বলে যে, শুধু হিন্দুদের দুনম্বরি করে ঢুকিয়ে দেব তাহলে যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে বুঝে নাও যে দেশে ফ্যাসিবাদ এসে যাবে। অর্থাৎ NRC আর CAA এই দুটো মিলিয়ে দেখলে কোন হিন্দু যদি ভাবে যে 'মুসলমানের তো দুটো হাতই কাটা পড়ছে আমি তো বাপু তবু ভালো আছি, আমার শুধু একটা হাত গেল, আর একটা তো আছে', তাকে বোঝানো প্রয়োজন যে তাতে নিশ্চিন্ত হবার কিছুই নেই কারণ তার গোটা শরীরে ক্যানসার ঢুকে গেছে।

২৩. CAA,২০১৯ কি অসাংবিধানিক ?

➔ **হ্যাঁ। এটা সর্বৈবভাবেই অসাংবিধানিক (২০১৬ সালের CAB-ও অসাংবিধানিক ছিল। কারণ তাতে** CAA **–র মতন একই কথা লেখা ছিল)। ভারতবর্ষের সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের সীমানার মধ্যে ভারতরাষ্ট্র প্রতিটি মানুষকে আইনের সামনে সমান গণ্য করতে এবং সমানভাবে সুরক্ষা দিতে বাধ্য। এবং ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী এদেশের মাটিতে কোন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা রাষ্ট্রব্যবস্থা কেড়ে নিতে পারে না।**
লক্ষ্য করবার বিষয় হল, ১৪ নম্বর এবং ২১ নম্বর ধারায় 'পার্সন' (Person) **শব্দটা আছে, নাগরিক** (Citizen) **শব্দটা নেই। অতএব যেকোন বিদেশীকেও এদেশের আইন সমান চোখে দেখতে বাধ্য।**[19]
কিন্তু CAA-তে কেবলমাত্র ছয়টি ধর্মের কথা বলা আছে। ইসলাম সহ আরো অনেক ধর্মের কথা বলা নেই। অর্থাৎ NRC থেকে, ধরা যাক, দুজনের নাম বাদ পড়ল। একজন মুসলমান এবং আর একজন হিন্দু। এখন ঐ হিন্দুটি CAA-র মাধমে 'ধর্মীয় নির্যাতনের' যুক্তিতে ভারতের নাগরিকত্ব চাইতে পারে (তাতে তাকে যে সাংঘাতিক অবমাননা এবং হ্যাপা পোয়াতে হবে তা বলাই বাহুল্য। আগের উত্তরে সেসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলাদা)। মুসলমানটি পারবে না। CAA সেই ব্যাবস্থা করল। এখন নাগরিকদের মধ্যে সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী তো ভারতরাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ ও জন্মের স্থান অনুযায়ী কোন বিভাজন করতেই পারে না। কিন্তু NRC-তে নাম না থাকার ফলে ঐ দুজন ব্যক্তিকে (হিন্দু ও মুসলিম দুজনকেই) যদি বিদেশী বলে গণ্য করা হয় তাহলেও ১৪ নম্বর ও ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতরাষ্ট্র তাদের আলাদা ভাবে বিচার করতে পারে না। কিন্তু CAA,২০১৯ তাই করল। অতএব এটা সর্বৈবভাবেই অসাংবিধানিক।

২৪. তাহলে এতকিছুর **মোদ্দায় মানেটা কি** দাঁড়াল?

➔ মানেটা এটাই দাঁড়াল যে, সরকার খোদ সংসদের ভিতরে বলেছে যে সে সারা দেশে NRC করবে। (NRC –র প্রথম ধাপ NPR, যা ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়ে গেছে)। এই NRC-তে নিজের নাম ঢোকাতে গেলে একজনকে আগে প্রমাণ করতে হবে যে সে এই দেশের নাগরিক। নিজেকে নাগরিক প্রমাণ করাটাই যথেষ্ট নয়, ১৯৮৭ সালের পরে যাদের জন্ম তাদেরকে তাদের বাবা-মায়ের নাগরিকত্বও প্রমাণ করতে হবে। (এর আগের উত্তরগুলোতে বিষয়গুলি বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে গেলে জমির দলিল, পুরনো ব্যাঙ্কের বই, পাশপোর্ট এইসব দেখাতে হবে। সেখানে নামের বানান ভুল হলেও নাম বাদ পড়বার সম্ভাবনা আছে। এতে কোন হিন্দু-মুসলমান ব্যাপার নেই। যাদের নাম NRC-র লিস্ট থেকে বাদ পড়বে তাদের তখন আর কোন অধিকার থাকবে না। তার বাড়ি-জমি-ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-ভোটার কার্ড-র্যাশন কার্ড সবকিছু বাতিল এবং বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে। এটাও সবার জন্য প্রযোজ্য। এই অবস্থায় একজন ফরেনার্স ট্রাইবুনালে আবেদন করতে (যেটি আধা আদালত) পারে। সেখানে যদি সে নিজেকে ভারতীয় প্রমাণ করতে পারে তবে তার নাম NRC-র লিস্টে ঢুকবে। আর যদি না পারে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে।

কিন্তু বিজেপি নেতারা বলছে বাদ পড়া হিন্দুদের নাম NRC-তে ঢোকাবার জন্য তারা CAA নিয়ে এসেছে। এটা সম্পূর্ণ ভাঁওতা। কারণ এই আইনটি প্রথমত অসাংবিধানিক এবং দ্বিতীয়ত এই আইন অনুযায়ীও একজনকে বহু কিছু প্রমাণ করতে হবে। সে যদি NRC-র ডকুমেন্ট না দেখাতে পারে, তাহলে ১০০ শতাংশ নিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যে এই ক্ষেত্রেও সে কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। নিয়ম অনুযায়ী যদি চলা হয় তাহলে CAA,২০১৯ আইনের মাধ্যমে একজন হিন্দু ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবে। কিন্তু তখন তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে বাংলাদেশ-পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে (অন্য কোন দেশ নয়) ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে বা তার ভয়ে, ৩১/১২/২০১৪ তারিখের মধ্যে ভারতবর্ষে এসেছে এবং সে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পার্সী-খ্রীষ্টান এগুলোর মধ্যে কোন একটার অন্তর্ভুক্ত (অন্য কোন ধর্ম নয়)। অর্থাৎ ধর্ম, ধর্মীয় নির্যাতন, ভারতে আসার তারিখ এবং তার দেশ তাকে প্রমাণ করতে হবে। এগুলোর সঙ্গে তাকে প্রমাণ করতে হবে সে নাগরিকত্ব আইন,১৯৫৫-র তৃতীয় শিডিউলের যোগ্য এবং সে পাঁচ বছর ভারতে আছে।

তার এই বক্তব্য তাকে প্রমাণ করতে হবে FRRO **বা** FRO-তে। FRRO **বা** FRO**-তে সে যদি প্রমাণ করতে না পারে তখন তাকে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে পাঠানো হবে। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে তাকে সেখানেই যেতে হবে**, NRC থেকে নাম বাদ পড়বার পরে তার যেখানে যাবার কথা ছিল। এই ট্রাইবুনালে সে যদি তার বক্তব্য প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে পাঠানো হবে সেই ডিটেনশন ক্যাম্পেই।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল যদি বিজেপি নেতারা দুনম্বরি করে, কোন নিয়ম না মেনে NRC থেকে নাম বাদ পড়া হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিয়ে দেয়। (এর মানে হল রবীন্দ্রনাথ-নজ্রুল-লালন সাঁই বা চৈতন্যদেবের সমস্ত শিক্ষা আমরা জলাঞ্জলি দিলাম)। কিন্তু সেক্ষেত্রে দরজা হাট করে খোলা রাখলে অন্য দেশের ভারতবিরোধী লোকেরাও হিন্দু সেজে ভারতে ঢুকে পড়তে পারবে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা RAW **সেই কথা বারবার বলেছে। তাই দরজা খুলে রাখলেও গোয়েন্দা এবং পুলিশেরা মানুষের চলাফেরার উপর সবসময় নজর রাখবে। যাতে সন্দেহজনক তকমা না দিয়ে দেয় সেই আতঙ্কে একজন হিন্দুকে তখন বিজেপি নেতার পেছন পেছন ঘুরতে হবে। অর্থাৎ নিয়ম না মেনে** CAA,২০১৯ –এর মাধ্যমে দেশের নাগরিক হতে হলে বিজেপি নেতার পেছন পেছন ঘুরতে হবে এবং জীবনের সবক্ষেত্রে পুলিশের আর তদন্ত সংস্থাদের (RAW, IB ইত্যাদি) গোয়েন্দাগিরি মেনে নিতে হবে। এর চেয়ে বড় ক্রীতদাসের জীবন আর হয় না। এবং একমাত্র এটা করলেই NRC থেকে নাম বাদ পড়া কোন হিন্দু ক্রীতদাস হবার শর্তে ভারতের নাগরিক হতে পারে। মুসলিমরা হতে পারবে না। যার মানে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় যে কথা গুলো লিখে, ছবিতে

বাঁধিয়ে রেখেছি সেই – চন্ডীদাসের "শুনহ মানুষ ভাই- সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই", নজ্‌রুলের 'মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান/ মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ" - এগুলোতে জুতোর মালা পড়িয়ে দেওয়া হবে। রবীন্দ্রনাথ -চৈতন্যদেবের শিক্ষাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে আস্তাকুঁড়েতে।

অর্থাৎ NPR – NRC – CAA মিলিয়ে মোদ্দায় যেটা মানে দাঁড়ায় সেটা হল হয় ধর্মনির্বিশেষে অগুনতি হিন্দু-মুসলমান ডিটেনশন ক্যাম্পে গিয়ে মরবে। আর নয়তো শুধু মুসলিমদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে, নিজেরা ক্রীতদাস এবং বাঁধা ছাগল হবার বিনিময়ে হিন্দুরা নিজেদের সব শিক্ষা, নীতি, নৈতিকতা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পাবে।

২৫. এটা তো তাহলে বিশাল বড় আইনি বদল হয়ে গেল ! আর অন্য এরকম মৌলিক আইনি বদল এই সরকার করেছে ?

➔ হ্যাঁ। এরকম বড় বড় মৌলিক আইনি বদল এই সরকার আরো অনেক করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল – দেশের শ্রম আইন সংশোধন। এই সরকার এসে প্রথম সংসদ অধিবেশনেই আমাদের দেশের ৪৪-টি শ্রম আইনকে বিলোপ করে ৪-টি শ্রম কোডে পরিণত করে দিয়েছে। (ওয়েজ কোড, অকুপেশনাল সেফটি-হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস কোড, সোশ্যাল সিকিউরিটি কোড এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড)।

এর ফলে আগের আইনগুলোতে সারা দিনে কাজের ঘন্টা, ওভারটাইম, সুরক্ষা, কাজের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে যে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া ছিল সেগুলো সব বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু বলা হয়েছে যে, কেন্দ্র সরকার পরে এগুলো নিয়ে নিয়ম ঘোষণা করবে। আমরা আগে ৫ নম্বর উত্তরে বলেছি যে আইন বা অ্যাক্ট পাশ করাতে পার্লামেন্টের অনুমতি লাগে। কিন্তু আইনের আওতায় নিয়ম সরকার নিজেই তৈরী করতে পারে। অনুমতি লাগে না। তাই সুরক্ষা, ওভারটাইম এগুলো যে ঐসব নিয়মে আরো বেশি করে মালিক বা পুঁজিপতিদের জন্য তৈরী হবে সেটা বলাই বাহুল্য।

উদাহরণের জন্য বলছি, আগে ফ্যাক্টরি আইন,১৯৪৮-এ নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া ছিল কোন শ্রমিককে 'আট ঘন্টা'র বেশি কাজ করানো যাবে না। কিন্তু সেই আইন বিলোপ করে নভেম্বর মাসে সরকার ওয়েজ কোডের আওতায় একটি নিয়মাবলী জারি করেছে, তার ছয় নম্বর ধারায় কাজের ঘন্টা সীমা (ওয়ার্কিং আওয়ার) বাড়িয়ে করা হয়েছে নয় ঘন্টা।[20] ওভারটাইমের জন্যও আগের সীমাগুলো সব বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে। আগে শ্রমিক ছাঁটাই করবার নানান অসুবিধা ছিল। কিন্তু এখন নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোডের আওতায় সরকার ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়ী বলে একটা নতুম জিনিস ঢুকিয়েছে। এই ধরণের চাকরীর আওতায় একজন শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ করা হবে এবং ঐ সময় শেষ হবার পর শ্রমিককে ছাঁটাই করলে – শ্রমিকের কিছু বলার থাকবে না। এই জিনিসটার ফলে স্থায়ী চাকরী বলে আর কিছু থাকল না। এরকম আরো বহু বড় বড় আইনি পরিবর্তন এই সরকার করেছে। ***(৩ নম্বর মন্তব্য পড়ুন)।

আর এসব ছাড়াও ভারত পেট্রোলিয়ামের মতন সংস্থা, যা লাভে চলছিল, সেরকম অজস্র সংস্থা এই সরকার বেসরকারী মালিকদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে।

অর্থাৎ যাদের পয়সায় এত বিজ্ঞাপন, এত প্রচার সরকার করল, সরকারে এসেই দেশের শ্রম আইন বদলে দিয়ে, সরকারী সংস্থা বিক্রি করে দিয়ে তাদের অর্থাৎ পুঁজিপতিদের প্রতি প্রথমেই এই দলটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের তুষ্ট করল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সংকীর্ণ মানসিকতার, ধর্মীয় ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী, একনায়কতান্ত্রিক-ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপগুলো নিতে শুরু করল।

২৬. তাহলে এখন কি করা যায় ?

- এখন যেটা করতে হবে সেটা হল, এই সমস্ত তথ্যগুলো যেগুলো এতক্ষণ ধরে বলা হল, সেগুলোকে জলের মতন সহজ করে মানুষকে বোঝাতে হবে। NPR – NRC এবং CAA যে কত ভয়ঙ্কর জিনিস সেই কথা মানুষকে বলতে হবে। যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে বোঝাতে হবে যে এই জিনিসগুলো ধর্মনির্বিশেষে সবার জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে। তার সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে যে বিজেপি যেন কোনভাবেই রাজ্যে ক্ষমতায় না আসে। কারণ NRC বা CAA যাই হোক না কেন এগুলো সব ঐ বিডিও, এসডিও অফিস আর পুলিশ দিয়েই হবে। এই বিডিও, এসডিও আর রাজ্যের পুলিশ নিজেদের পদোন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের কথা শুনে চলে।

  মাথায় রাখবার, কেন্দ্র সরকার কিন্তু ইতিমধ্যে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে জাতীয় জনগণনার সঙ্গে NPR করবার ঘোষণা করে দিয়েছে। এই NPR-ই হল NRC –র প্রথম ধাপ। অতএব রাজ্যের বিজেপি বিরোধী দলগুলোর উপর চাপ দিতে হবে যাতে তারা এই NPR কোনভাবেই না হতে দেয়। সেইসঙ্গে মানুষকে বলতে হবে জনগণনার সময় তারা যে NPR-এ কোন তথ্যই না দেয়। দরকার পড়লে এই বিষয়গুলো বোঝে এমন মানুষদের জনগণনার সময় সরকারী লোকেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে যাতে তারা NPR-এর জন্য কোন তথ্যই না নিতে পারে।

  আবারও বলি বিজেপির এই নোংরা পদক্ষেপের সারমর্ম একইসাথে যুক্তি এবং তথ্যনিষ্ঠভাবে সব মানুষের কাছে প্রচার করতে হবে। বিজেপিকে দেখিয়ে দিতে হবে লালন সাঁই-চৈতন্যদেব-নজ্‌রুলের মাটিতে সংকীর্ণ মৌলবাদী ধর্মীয় রাজনীতির ঠাঁই নাই।

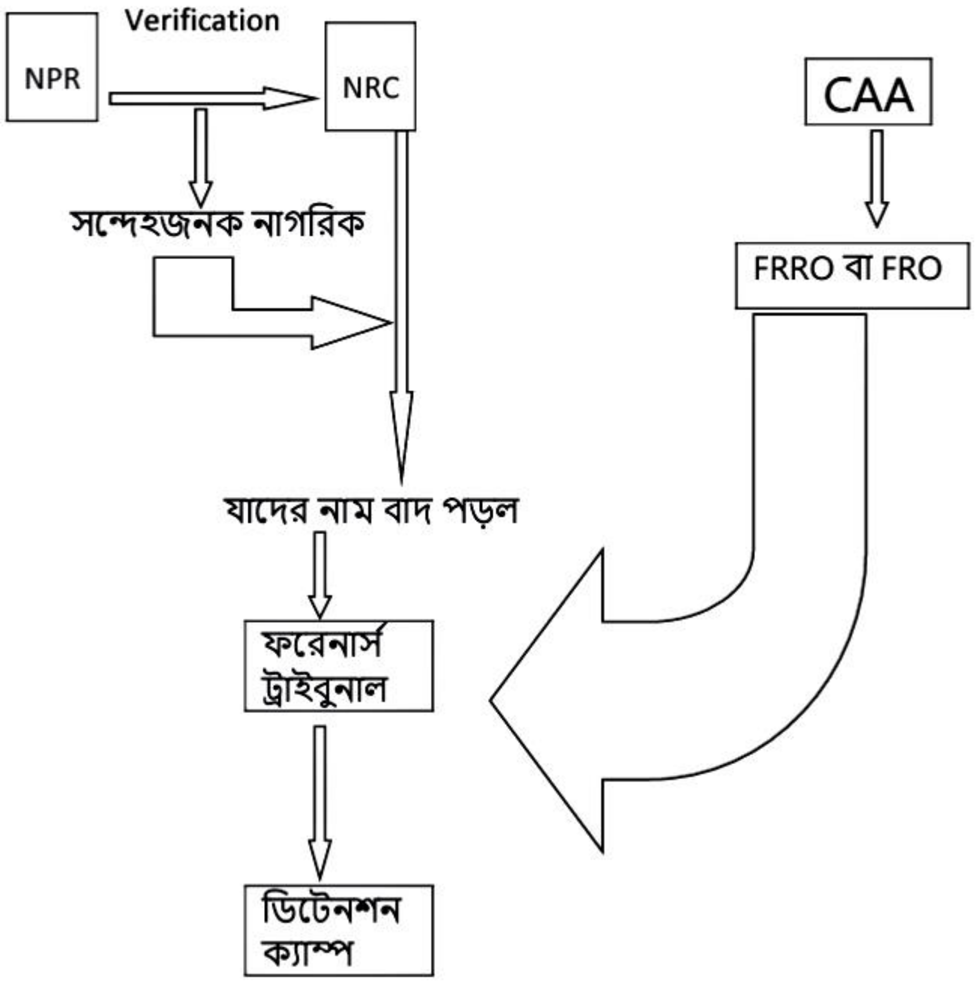

<u>মন্তব্য</u>

*১. NRC করবার উদ্দেশ্যে সরকার প্রথম পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলেছে। ২০১৯ সালের ৩১-এ জুলাই কেন্দ্র সরকার একই এক্সট্রা অর্ডিনারী গ্যাজেট নোটিফিকেশন মারফত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে ১-লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে থেকে ৩০-শে সেপ্টেম্বর, ২০২০-র মধ্যে সরকার আসাম বাদে সারা দেশে NPR করবে। এই মর্মে কিছুদিন আগে সরকার NPR করবার উদ্দেশ্যে ২০২০ সালের নতুন NPR ম্যানুয়ালও বের করেছে। এতে স্পষ্ট করে নাগরিকত্বের নিয়ম, ২০০৩ থেকে উদ্‌ধৃত করে বলা আছে (ধারা ৩(৪)) NRC করবার উদ্দ্যেশ্যে NPR তৈরী করা হচ্ছে (প্যারা ১.৫-এ, NPR ম্যানুয়াল,২০২০) এবং ২০২১ সালের জনগণনা করবার সঙ্গে সঙ্গেই, একসাথে NPR-ও তৈরী করা হবে (এপ্রিল,২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর,২০২০-র মধ্যে)। এর আগে ২০১০ সালে এবং ২০১৫-’১৬ সালে (এইসময় নতুন করে NPR করা হয়নি, ২০১০ সালেরটাই আপডেট করা হয়েছিল) NPR করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর থেকে এবারের NPR-এর মৌলিক পার্থক্য হল এবারে আগে থেকে আটঘাট বেঁধে NRC করবার উদ্দ্যেশ্যেই NPR করা হচ্ছে। সেকারণে NPR-এর প্রশ্নগুলোর মধ্যেও মৌলিক নানান বদল এসেছে। দুটো NPR-এর প্রশ্নগুলোর দিকে চোখ বোলালেই সেগুলো আমাদের নজরে পড়বে।

প্রশ্নগুলো লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যেখানে আগে শুধু বাবা-মা বা স্বামী/স্ত্রী-র নাম জানতে চাওয়া হত, সেখানে এখন জানতে চাওয়া হচ্ছে বাবা-মা বা স্বামী/স্ত্রী-র যাবতীয় ডিটেলস। এছাড়া ঐ প্রশ্নের (২০২০ NPR-এর ১৩ নম্বর প্রশ্ন) ক্ষেত্রে উত্তর জোগাড় করবার জন্য ম্যানুয়ালে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে বাবা-মা বা স্বামী/স্ত্রী-র জন্মের স্থান ইত্যাদি তথ্যও জোগাড় করতে হবে (পৃষ্ঠা নং-২৩, NPR ম্যানুয়াল-২০২০)।

<u>২০১০ সালের NPR-এর প্রশ্ন</u>	<u>২০২০ সালের NPR-এর প্রশ্ন</u>
1. Name of the person in full and resident status 2. Name of the person as should appear in the NPR 3. Relationship to head 4. Sex 5. Date of Birth 6. Marital status 7. Educational Qualification 8. Occupation/Activity 9. Name (s) of the Father, Mother and Spouse in full 10. Place of Birth 11. Nationality as declared 12. Present address of usual residence 13. Duration of stay at the present address (in completed years) 14. Permanent residential address	<u>Part A</u> 1. Name of the person in full 2. Relationship to Head 3. Sex 4. Marital Status 5. Date of Birth 6. Place of birth 7. Nationality as declared (**Q.7 (ii) Passport number** : If a resident informs that she/he is Indian and has Indian passport, then ask for Passport number.) 8. Educational Qualification 9. Occupation/Activity 10. **Write name of the mother tongue in full and give code from code directory**: <u>Part B</u> 11. Permanent Residential Address 12. Duration of stay and **place of last residence:** **13. Details of father, mother and spouse** **14. (i) Aadhaar Number (ii) Mobile Number (iii) Voter ID Card Number (iv) Driving License Number**

অতএব ১০ ও ১১ নম্বর উত্তরে যেমন বলা হল সেরকম করে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্বের আইন অনুসারে নাগরিকত্ব প্রমাণ করবার জন্যই যে NPR করা হচ্ছে (এর সব প্রশ্নগুলো সেইভাবে ডিজাইন করা) তা জলের মতন স্পষ্ট। অতএব সমস্ত তথ্য এবং যুক্তি সহকারে একথা খুব পরিষ্কার যে NRC-র প্রথম ধাপ হিসেবে NPR শুরু করা হল।
কিন্তু এইকথাও NPR,২০২০ ম্যানুয়ালে লেখা আছে যে NPR-এ একজন তার জাতীয়তা যা বলবে তা শুধু নথিভুক্ত করা হবে। এর মানেই সে ভারতীয় নাগরিক হয়ে যাবে না। NPR-এ একজন যে জাতীয়তা বলবে তার ফলে সে ভারতের নাগরিকের কোন অধিকার পাবে না। (পৃষ্ঠা নং-১৯, NPRম্যানুয়াল,২০২০)।
অর্থাৎ এর মানে হল, NPR সত্ত্বেও NRC প্রক্রিয়ায় একজনকে তার নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে (জমির দলিল, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট, জন্মের সার্টিফিকেট ইত্যাদি দিয়ে)। সেই প্রমাণ করা বা তার নাগরিকত্ব পরীক্ষা করা এসবের জন্য যেসব তথ্য লাগবে, সেগুলো জোগাড় করবার উদ্দ্যেশ্যে NPR করা হচ্ছে।
এছাড়া এই NPR-ও প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক। NPR,২০২০-র পাঁচ নম্বর অ্যানেক্সে যেসব উৎসবের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের কোন উৎসব নেই।

**২. ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে তখন পার্টির নেতারা পুলিশ-গোয়েন্দা-ট্রাইবুনালের সাহায্যে অনেক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারবে। একজন হিন্দু যিনি বিজেপি করেন না (বা করেন) তার সঙ্গেও যদি শক্তিশালী বিজেপি নেতার কোন শ্ত্রুতা থাকে তাহলেই ঐ নেতা পুলিশ-গোয়েন্দা-ট্রাইবুনাল-প্রশাসনের সাহায্যে ঐ ব্যক্তিকে চরম ভোগাতে পারবে। অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট দেশে ফ্যাসিস্ট নেতারা যেমন করত সেরকমই। আসামে এরকম অনেক ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটেছে। আসামে এখনো পর্যন্ত শুধু NRC হয়েছে। শুধু NRC-তেই যদি এত হয়, তবে CAA-র মাধ্যমে বিজেপি নেতাদের এই সর্বশক্তিমানতা নিঃসন্দেহে আরো বাড়বে। কারণ নিয়ম মেনে CAA মারফত নাগরিকত্ব পেতে গেলে প্রমাণ দেখাতে হবে। আর তা না করে দুনম্বরি করে নাগরিকত্ব পেতে গেলে বিজেপি নেতার পেছন পেছন ঘুরতে হবে। আর সবসময় নিজের উপর তদন্ত সংস্থার গোয়েন্দাগিরি মেনে নিতে হবে।

সেখানকার ইতিহাস, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি কারণে ফরেনার্স ট্রাইবুনাল আসামে বহুদিন ধরেই উপস্থিত এবং কার্যকরী। এই ট্রাইবুনালের খপ্পরে কিভাবে ভোগান্তি হয় NRC হবার আগের আসামের একটি ঘটনা থেকে তা সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। লেখা আরো বাড়বে বলে বেশি ঘটনা দেওয়া হল না। ইন্টারনেটে একটু খুজলেই সেগুলো পেয়ে যাবেন। কিন্তু এই ঘটনা থেকেই ট্রাইবুনাল সম্পর্কে আন্দাজ পাওয়া যাবে। তার সাথে বোঝা যাবে NRC-র ফলে আসামে এই দুর্ভোগ কিরকম হয়েছে এবং হচ্ছে। এবং CAA-র খপ্পরে এটা আরো কত বেশি হবে।

"দিলীপ বিশ্বাস মাওং গ্রামে একটি কুঁড়েঘরে একটা ছোট চা, বিস্কুট আর আর পুরি-সব্জির দোকান চালান। তাঁর গ্রামের মোড়ল প্রায়ই তাঁর দোকানে আসেন আর বিনা পয়সায় খেতে চান। একদিন, দিলীপ বিশ্বাস বিরক্ত হয়ে মোড়লকে বিনামূল্যে খাবার দিতে অস্বীকার করেন এবং দুজনের মধ্যে একটি ঝগড়া হয়। এর প্রতিশোধ নিতে মোড়ল স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সীমান্ত বিভাগের একজন ইন্সপেক্টরের সাথে ঘোঁট বাঁধেন এবং ফলতঃ একটি জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ বেরোয়। দিলীপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তদন্তের একটি রিপোর্ট তৈরী করা হয় এবং সেটি জমা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে দিলীপের বিরুদ্ধে মরিগাঁও-বিদেশিদের ট্রাইবুনালে এওকটি রেফারেন্স তৈরি করা হয়। ট্রাইবুনাল শুধু দিলীপ বিশ্বাসের নামে নোটিশ জারি করবার পরিবর্তে, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরও জড়িয়ে নোটিশ জারি করে। দিলীপ ও তাঁর পরিবার দেরীতে নোটিশটি পেয়েছিলেন – হাজিরা দেওয়ার যে তারিখ উল্লেখ করা ছিল তার ঢের পরে। তাঁরা যখন ট্রাইবুনালে যান ততদিনে তাঁদের বিরুদ্ধে একটি একতরফা আদেশ (Ex-parte order) জারি করা হয়ে গেছে। দিলীপ তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একজন স্থানীয় উকিলকে নিয়োগ করেন। উকিল হাইকোর্টে আবেদন করে ওই একতরফা আদেশকে (Ex-parte order) নাকচ করান এবং দিলীপ ও তাঁর পরিবার রেফারেন্সের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ট্রাইবুনালে হাজিরা দেন।

এওকই আইনজীবি তাঁদের হয়ে মামলা লড়েন এবং হারেন। আমার মতে রায়টি ভুল ছিল এবং উকিল মামলার যুক্তিগুলি খুব দুর্বলভাবে পেশ করেছিলেন। কিন্তু আইনি পরিষেবার জন্য উইল দুই লাখ টাকার উপর পারিশ্রমিক নেন। দিলীপ তাঁর সমস্ত জমি, এমনকি তাঁর ভাইয়েরও কিছু জমি বিক্রি করে সেই টাকা মেটান। এবং শেষে, তাঁর পুরো পরিবার আটক-শিবিরে যান এবং ২০১১ সাল থেকে সেখানেই তাঁরা রয়েছেন। দিলীপকে গোয়ালপাড়া জেলে রাখা হয়, তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা কোকড়াঝাড় জেলে রয়েছেন। কোন উপায়ে দিলীপের ভাই ২০১৭ সালে মানবাধিকার ল নেটওয়ার্কের কথা জানতে পারেন এবং তাদের কাছে সব কথা বলেন। ট্রাইবুনালের আদেশটি গৌহাটি হাইকোর্টের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু আটক ব্যক্তিদের এখনো জেলে থাকতে হচ্ছে। প্রথম দিন জামিন দেওয়া হয়নি এবং মামলাটি আবার তালিকায় ওঠেনি এখনো।" (এই অংশটি গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনার দ্বারা প্রকাশিত 'নাগরিকপঞ্জী ও ডিটেনশন ক্যাম্প ঃ আসামে নাগরিক তৈরির বৃত্তান্ত' বইটির প্রথম প্রবন্ধ সৌরদীপ দে'র লেখা 'আসামে বিদেশি ট্রাইবুনালের রোজনামচা' থেকে উদ্ধৃত। মূল লেখা, Everyday Life of **Assam's** Foreigners' **Tribunals,** Sauradeep **Dey,** http://www.raiot.in/everyday-life-of-assams-foreigners-tribunals/)।

***৩. সরকারী তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে ২০১১-'১২ থেকে ২০১৭-'১৮ সালের মধ্যে, মাত্র ছয় বছরে নব্বই লক্ষেরও বেশি চাকরী কমে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। শুধু কৃষিক্ষেত্রই নয়, ফ্যাক্টরি, মাস্টারির মতন অকৃষি ক্ষেত্রগুলিতেও চাকরী ক্রমাগত কমছে। এগুলো হচ্ছে সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ফলেই। **অতএব 'ভিনদেশী', 'বিদেশি', 'অনুপ্রবেশকারী' এরা এসে চাকরী খেয়ে নিচ্ছে এরকম যে প্রচার মাঝেমধ্যে শোনা যায় তা সর্বৈব ভুল এবং মিথ্যা প্রচার।** সরকারী তথ্য দিয়েই দেখা যায় সরকারই আর কাউকে চাকরী তো দিচ্ছেই না বরং চাকরী কমাচ্ছে এবং ছাঁটাই করবার সুবিধাজনক আইন তৈরী করছে। (India's Employment Crisis: Rising Education Levels and Falling Non-agricultural Job Growth; Santosh Mehrotra and Jajati K. Parida; October 2019 https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/10/Mehrotra_Parida_India_Employment_Crisis.pdf)

----তথ্য এবং আইনের কচকচানি অনেক হল। লেখাটা শেষ করা যাক একটা গল্প (যা হয়ত সত্যি) দিয়ে। গল্পটা দেশভাগের সময়কার। যেসময় নেতা মন্ত্রীদের প্ররোচনায় আজীবন প্রতিবেশী হিন্দু–মুসলমান মত্ত হয়েছিল হানাহানিতে। এরকম দিন ভারতের বুকে আর যেন কখনো না আসে। ধর্ম নিয়ে এই উন্মাদনার নৃশংসতা ও অনর্থকতা নিয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক মান্টো গল্পটি লিখেছিলেন।
গল্পের নাম – 'ভুল সরিয়ে দেওয়া হল'

" – "কে তুমি ?"
- "তুমি কে?"
- "হর হর মহাদেব! হর হর মহাদেব!"
- "হর হর মহাদেব!"
- "তুমি যা বলছ তুমি যে তাই তার প্রমাণ কি ?"
- "প্রমাণ ? আমার নাম ধরমচাঁদ...হিন্দু নাম।"
- "ওটা কোন প্রমাণ নয়।"
- "আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি সমস্ত বেদ হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমায় পরীক্ষা কর।"
- "আমরা ওসব বেদ – টেদ বুঝিনা, আমাদের প্রমাণ চাই।"
- "কি ?"
- "পায়জামা নিচে নামাও।"
পায়জামা যখন নিচে নামানো হল, তখন হল্লা এবং চিৎকার শোনা গেল।
- "মার শালাকে, মার শালাকে।"
- "দাঁড়াও,দাঁড়াও, দয়া করে আমার কথা শোনো...আমি তোমাদেরই ভাই...ভগবানের দিব্যি, ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাদেরই ভাই।"
- "তবে চামড়া নেই কেন ?"
- আমি যে এলাকার মধ্যে দিয়ে এলাম সেটা আমাদের শত্রুতে ভর্তি। সেকারণে, শুধুমাত্র আমার জীবন বাঁচাবার জন্য, সুরক্ষার জন্য আমি আগে থেকে এই ব্যবস্থা করেছিলাম। এটা ভুল করে করেছি। এটুকু বাদে আমার মধ্যে আর কোন খুঁত নেই।"
- "তাহলে ভুলটাকে সরিয়ে দাও।"
ভুলটা সরিয়ে দেওয়া হল...এবং তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ধরমচাঁদ..."
(Mottled Dawn: Fifty Sketches and Stories of Partition By Saadat Hasan Manto, Sa'ādat Ḥasan Manṭo থেকে অনুবাদ করা)

রেফারেন্স

1. Section 2.k; THE CITIZENSHIP (REGISTRATION OF CITIZENS AND ISSUE OF NATIONAL IDENTITY CARDS) RULES, 2003; https://ruralindiaonline.org/library/resource/the-citizenship-rules-2003/
2. Section 2.l; ibid
3. Section 3(3); ibid
4. Section 3(4); ibid
5. Section 7 (2); ibid
6. Section 4(3) এবং Section 4(4); ibid
7. Bill text http://prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Citizenship%202019%20Bill%20Text.pdf
8. NPR Manual, 2020 Text https://pmil.in/wp-content/uploads/2020/01/NPR-Manual.pdf
9. "NRC aane wala hai": Amit Shah makes his intention clear https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/nrc-aane-wala-hai-amit-shah-makes-his-intention-clear/videoshow/72454609.cms এবং Was at meeting where Amit Shah talked about all-India NRC, surprised at PM's remark, says Sharad Pawarhttps://www.indiatoday.in/india/story/was-at-meeting-where-amit-shah-talked-about-all-india-nrc-sharad-pawar-1630904-2019-12-23
10. পৃষ্ঠা নং-১৯, NPR ম্যানুয়াল,২০২০ https://pmil.in/wp-content/uploads/2020/01/NPR-Manual.pdf
11. Citizenship Act,1955 Text https://www.refworld.org/pdfid/410520784.pdf
12. WHAT IS THE LIST OF ADMISSIBLE DOCUMENTS? http://www.nrcassam.nic.in/admin-documents.html
13. প্যারাগ্রাফ 2.19, পৃষ্ঠা নং- 39, REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016 http://prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Joint%20committee%20report%20on%20citizenship%20%28A%29%20bill.pdf এবং Aadhaar Card, Voter ID & Passport Not Proof Of Citizenship, Claim Government Officials; "These (Aadhar, Voter ID card and Passport) are either travel documents or documents to show residency in India." https://www.scoopwhoop.com/news/aadhaar-card-voter-id-passport-not-proof-of-citizenship-claim-government-officials/
14. 'What's Going On Is Really Unfair': Inside The Foreigners Tribunals In Assam; Rohini Mohan https://www.huffingtonpost.in/2018/08/05/what-s-going-on-is-really-unfair-inside-the-foreigners-tribunals-in-assam_a_23496313/ এবং The Highs & Lows of Foreigners Tribunals that affects Justice Delivery: Assam; Sanchita Kadam https://www.sabrangindia.in/article/highs-lows-foreigners-tribunals-affects-justice-delivery-assam)
15. Census data say hardly any post-1971 foreigners in Assam: Rights group ; Rahul Karmakar https://www.thehindu.com/news/national/other-states/census-data-say-hardly-any-post-1971-foreigners-in-assam-rights-group/article29286848.ece
16. Foreigners In Assam A Blast From The Past; Suhas Chakma, Director, RRAG; http://www.rightsrisks.org/by-country/foreigners-in-assam-a-blast-from-the-past/
17. CAA : 12 Key points to remember; Press Information Bureau (PIB), Government of India https://pibindia.wordpress.com/2019/12/19/caa-12-key-points-to-remember/
18. REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016 Text; http://prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Joint%20committee%20report%20on%20citizenship%20%28A%29%20bill.pdf
19. Constitution of India Text; https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf
20. Govt suggests 9-hour working day, but avoids fixing a minimum wage in draft rule; Prashant K. Nanda; https://www.livemint.com/news/india/govt-avoids-fixing-minimum-wage-in-draft-rules-suggests-9-hour-working-day-11572758439316.html